



103186 - জনকৈ ব্যক্তি যি মসজিদে নামায পড়নে সখোনকার মুসল্লি সঠিকি ওয়াক্ত হওয়ার আগহে ফজররে নামায পড়ে থাকেনে; তিনি কি তাদের সাথে নামায পড়বেন?

প্রশ্ন

ফজররে নামায নিয়ে আমরা সমস্যায় আছি। এ ব্যাপারে মানুষ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে যে, তারা কী করবে? আমরা ফজররে নামায পড়ে মসজিদ থেকে রাত থাকতই বরে হই! ফজররে নামাযের এই জামাতে উপস্থিতি হওয়া কি আবশ্যিকীয়? নাকি ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার পর আমরা বাসাতে নামায পড়ব? আশা করব, আপনি জিবাব দিবেন। কারণ আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় আছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ফজররে নামাযের ওয়াক্ত দ্বিতীয় ফজর তথা সুবহে সাদকি থেকে শুরু হয়। সটো হচ্চে দগিন্তে ডান থেকে বামে আড়াআড়িভাবে ফুটে উঠা সাদা রকো। ফজররে নামাযের ওয়াক্ত সূর্যোদয় পর্যন্ত বলিম্বতি। ইতপূর্বে 26763 নং প্রশ্নোত্তরে ফজররে নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেকে মানুষ ক্যালেন্ডারের উপর নির্ভর করে যে ভুল করে থাকে সটো আমরা বর্ণনা করছে। অধিকাংশ ক্যালেন্ডারে সুবহে সাদকিরে সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয়নি। একাধিক আলমে এ বিষয়টি দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করছে। তবে এ ভুলের পরিমাণ কতটুকু তা নিয়ে সমকালীন আলমেগণ মতভদে করছে। কারো কারো মতে, এটি ৫ মিনিটের বেশি নয়। কারো কারো মতে, এটি প্রায় ৩০ মিনিট। আপনার দেশের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জানা নাই। তবে, প্রত্যেকে দেশের অধিবাসীর কর্তব্য একদল নির্ভরযোগ্য আলমেক ফজররে ওয়াক্ত নির্ধারণ করা ও মানুষকে সটো জানানো এবং ক্যালেন্ডারের ভুল সাব্যস্ত হলে তা থেকে মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব দেওয়া। প্রমাণ ছাড়া ব্যক্তি বিশেষেরে এমন কোন দাবী করার অধিকার নাই যে, নামায ওয়াক্তেরে আগে পড়া হচ্চে। বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে ও নাগরিক সুবধিসমৃদ্ধ স্থানগুলোতে ফজররে ওয়াক্ত নির্ধারণ করা কঠিন; যহেতু ফজররে শুভ্র রকো শহরেরে লাইটেরে আলোর সাথে মিশে যায়।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল এমন একদল মানুষ সম্পর্কে যারা ফজররে ওয়াক্ত কখন হয় তা জানে না; তারা যাকে আস্থাভজন মনে করে তাদেরে সংবাদেরে ভিত্তিতে নামায পড়ে; কিন্তু তাদেরে কারো কারো সন্দেহে থেকে যায়? জিবাবে তিনি বলেন: যহেতু তারা এ লোকেরে প্রতি আস্থা রাখেন এবং জানেন যে, ওয়াক্ত শুরু হওয়া সম্পর্কে এ লোক



জানবে; অতএব তাদের উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যহেতু তারা এমন কোন প্রমাণ পায়নি যে, তারা ওয়াক্তরে আগে নামায পড়ছেন। যহেতু তাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ নাই এবং তারা যে লোকের প্রতি আস্থাশীল তার বক্তব্য গ্রহণ করছেন; অতএব কোন অসুবিধা নাই। তবে কোন মানুষের যদি সন্দেহ হয় তাহলে তার উচিত সতর্কতা অবলম্বন করা। তাই ওয়াক্ত শুরু হয়েছে মরম্মে যদি তার প্রবল ধারণা হয় কিংবা নিশ্চিতি জ্ঞাণ লাভ হয় তখনই সে নামায পড়বে এবং তার কর্তব্য অপর লোকদেরকেও সতর্ক করা। তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বলবে: পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট অপেক্ষা করুন; এতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। কারণ এক মিনিট আগে নামায পড়ার চয়ে দশ মিনিট বা পনের মিনিট পরে নামায পড়া উত্তম।"[ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন; খণ্ড-১২, প্রশ্ন নং-১৪৬]

দুই:

অতএব, আপনার কর্তব্য হল- মসজিদের মুসল্লিদেরকে উপদেশে দেওয়া; যনে তারা এতটুকু দরী করে যাতে করে তাদের প্রবল ধারণা হয় যে, ওয়াক্ত প্রবশে করছে। যদি তারা এতে সাড়া দিয়ে আলহামদু লিল্লাহ। আর যদি তারা যত্নে পড়ে আসছে সে সিদ্ধান্তে অটল থাকে (অন্যদিকে আপনি মনে করেন যে, তারা ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায পড়ছে) তাহলে আপনি অন্য কোন মসজিদ সন্ধান করুন যখনই দরীতে নামায পড়া হয়। যদি আপনি এমন কোন মসজিদ না পান তাহলে আমরা আপনাকে ঐ মসজিদের সাথেই নামায পড়ার পরামর্শ দবি; যাতে করে মসজিদে ফজরের নামায ত্যাগ করা আপনার প্রতিমন্দ ধারণার কারণ না হয় যে, আপনি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে আছেন এবং আপনি যনে মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্ছিত না করেন এবং পরবর্তীতে নামায আদায়ের ব্যাপারে অলসতা না করেন। এরপর আপনি বাসায় ফিরে ওয়াক্ত প্রবশে করার পর আপনার পরিবারকে নিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করবেন। শাইখ আলবানী এভাবে উপদেশে দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: আপনি কি মসজিদে নামায পড়ার পরামর্শ দনে; নাকি বাসাতে? [কারণ মসজিদের মুসল্লিরা ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই নামায পড়ে।]

জবাবে তিনি বলেন:

"আমি একসাথে দুটো করার পরামর্শ দচ্ছি। সে ব্যক্তি মসজিদে যাবেন। যদি তারা ওয়াক্তরে আগে নামায পড়ে তাহলে ঐ নামায তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে। এরপর বাসায় ফিরে ওয়াক্তমত ফরয নামায পড়বে। বিশেষতঃ তার ফ্যামলিকি নিয়ে পড়বে। তবে, এখানে এর চয়ে আবশ্যিক একটা বিষয় রয়ে গেছে; যা সব মানুষের পক্ষে করা সম্ভবপর হবে না। আর তা হল: মসজিদের মুসল্লিদেরকে এই জঘণ্য বিষয় সম্পর্কে সাবধান করা..."[সলিসলিাতুল হুদা ওয়ান নুর; ক্যাসটে নং-৭৬৭; মিনিট-৩২]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।